ফাঁস

এলাংবম দীনমনি

ভাষান্তরঃ কন্থৌজম সুরঞ্জিত

অধিবেশন হলে গভীর আলোচনা চলছে। সাত দরজার চেয়ে বেশি দরজায় পাহারা দিচ্ছে। ঘাড় মটকানোর সম্ভাবনা থাকায় আর খোঁজাখুঁজি হয় নি। পথঘাট, সড়ক-রাজপথ নিশ্চুপ। উত্রা-র পাশে বনদেবতা লাশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। চোখের সুড়ঙ্গে কয়েকটা মৌমাছির শুঁড়ের খননকার্যে ঘুম ভেঙে যায়। আস্তে আস্তে কান নাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। না হলে এ তাবৎ অঞ্চলের আশি ভাগ মৃত বলা যেত। দাঁতের ব্যথায় চোখ-কান ফুলে ওঠা দুটি সিংহ দূরে পতাকার দণ্ডে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে। অনেকে বলে বিধ্বস্ত সিংহ। হাত-পায়ের মাংস দেখে ইঁদুর মনে হয়। হয়তো কোন মুনি অথবা মহান জ্যোতিষীর জন্যে অপেক্ষারত।

বৃত্তাকারে বৈঠকরত শ'তিনেকের সবাই যেন সভাপতি। মুখের রঙ ধূসর, ফ্যাকাশে। সূর্য খোদাই করা চেয়ারে বসা। কিছু লোক দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের পকেটে একটি করে ফুলের মালা। কী হতে যাচ্ছে বলছে না, তবুও কাঁসারঙের মৃন্ময় মূর্তি আসবে বলে খবরে প্রকাশ। চোখ কান খাড়া এক হিজড়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়ানো মানুষের ভিড়ে মুচকি হেসে মিশে যায়। বৃত্তের মাঝখানে পুজোর সংরক্ষিত স্থান। ঝুলানো থলে থেকে একজন হলুদের পাতা দিয়ে মোড়ানো বাক্সটি বের করে খোলে। ভেতরের জিনিস দেখে অনেকে হাততালি দেয়। এক হাতের তালিও বাজে! কিছু মুখে নিরাশার ছায়া পড়ে। বাক্স ধরা লোকটি যখন কিছু বলতে যাচ্ছে ঠিক সে সময় বড় টাকার থলে আর ডুগডুগিওয়ালা লোকটি জোরে বলে ওঠে–

– সোনা

– কারণ দর্শাও, চেয়ারে বসা একজন বলে।

কর্নার থেকে একজন ক্রমান্বয়ে কারণ দর্শায়

– হ্যাঁ, সোনাই তো। রাতে নিকষ কালো অথচ দিনে ঝকমকে, আগুনে পোড়ালে আরো বেশি ঝকমক করে। স্বর্ণের অঢেল উপযোগ। তা দিয়ে...

উপকারিতা বর্ণনা করতে থাকে। প্রায় একশত আটটি উপকারিতা। দশটি বর্ণনার পর দাঁড়ানো লোকেরা হাততালি দেয়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে একজন দাবি করে

– *পাথর*

– *কারণ দর্শাও*, ডুগডুগি কারণ চায়।

– *কারণ, এর নিচে চাপা পড়ে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এর আঘাতে অনেকের কপাল ফেটেছে। কয়েকটি কপাল ঝুলে আছে। পাথরের কপালে বিধাতা কী আর লিখবেন! পাথরে কি আর লেখা যায়? ... দেখুন...*

একটা স্লেটের ধরন, এর কার্যকারিতা, নির্মাণে প্রয়োজনীয় শ্রম, কষ্টকে অতিক্রমণের পথ... এসব নিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা ও আরও কয়েক মিনিট একটানা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় লোহার পিঞ্জরে ঢুকিয়ে লোকটিকে বের করে দিল।

– *আবার আসবে*, মাইবা ভরসা দেয়।

স্বর্গীয় আত্মার জীবনবৃত্তান্ত রচনার প্রস্তুতি নেয়া লোকও এখানকার পেছনের সারিতে থাকতে পারে। অধিবেশন চলতে থাকে...

– *সোনা*

– *পাথর*

– *সোনাই*

– *পাথরই*

– *বললাম তো সোনা*

– *আরে ভাই পাথর*

– *সোনা!*

– *পাথর!*

সোনাদের সোনার দাবি। পাথরেরা পাথরের যুক্তি ফলায়। সবাই বলাবলি করছে। চিলাচ্ছে। এভাবে চলে, চলতে থাকে কয়েক পর্বের গোধূলিকাল। টেবিল কাঁপানো চড়ও সমানে চলে। ওদের বেশিরভাগই গোপনে নকশা করা লেজের বলে শোনা যায়!

বের হওয়ার সময় উত্রার সামনে সটান পড়ে থাকা কঙ্কালের দিকে দৃষ্টিপাত করে। কয়েকজন ভাবে, কঙ্কালের অস্থি আসন্ন অধিবেশনে জামা-প্যান্টের বোতাম হিসেবে মন্দ হবে না!

অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হলে পুনরায় বেজে ওঠে অধিবেশনের ডুগডুগি। হল সাজানোর আগেই সমবেত হয় অধিবেশনের নরনারী। নতুন পোশাক। নতুন ফ্যাশন। নতুন রঙ। নতুন ঢঙ। বোতামও নতুন। মানুষগুলো পুরোনো। কেউ একজন কাব্রং-এ মোড়ানো বাক্স পেটরা খুললে দু'দলই গলা উঁচিয়ে সমস্বরে বিজ্ঞাপন করে

– *সোনা*

– *পাথর*

– *সোনা!*

– *পাথর!*

ধানমালার নকশা আঁকা দড়ির ফাঁস পড়ে থাকে।

টিকা:

উত্রা: যেখানে সমবেত হয়ে মনিপুরিরা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নিত। একই সঙ্গে ***কাংলা*** -র সামনে দণ্ডায়মান মূর্তিও বোঝায়।

কাব্রং: রেশম দিয়ে তৈরি ঐতিহ্যবাহী কাপড়।

মাইবা: কবিরাজ, পুরোহিত, জ্যোতিষী যারা সৃষ্টিতত্ত্বও বর্ণনা করে।

লেখককথা:

এলাংবম দীনমনি মনিপুরি সাহিত্যে জনপ্রিয় নাম। জন্ম– ইম্ফাল, মনিপুর। ১৯৮২ সালে ছোটগল্পের বই ***পিস্তোল অমা কুন্দালেই অমা*** এর জন্যে ইন্ডিয়ার 'সাহিত্য অকাডেমি এওয়ার্ড' পান। ***ইমেইসুনি তৌরাসুনি হঙ হঙ*** এর জন্যে ১৯৮৫ সালে 'মনিপুর স্টেট কলা একাডেমি' পুরস্কার পান। উলিখিত দুটি গ্রন্থ ছাড়াও ***থক্লবী*** (১৯৭০), ***মোরাম্বী আঙাওবী*** (১৯৭৪), ***তিংখংলেই*** (১৯৭৭), ***মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র*** (১৯৮৬), ***লাইরেল মরীম্বোং*** (১৯৯১), ***কেগে মখোঙদা সার্টিফিকেট*** (১৯৯৫), ***লাইকিশি*** (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য। ভাষান্তরিত গল্পটি তাঁর ***লাইকিশি*** গল্পগ্রন্থের নামগল্প। গল্পকার বর্তমানে মনিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত।